দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইন, ২০২১ বিল (খসড়া)

দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন "দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইন, ২০২১" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২ এর

(ক) উপ-ধারা (৪১) এর 'তাহার' শব্দটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,' এর পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুটি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (৪১) এর পর নিম্নরূপ ৯ টি নতুন উপ-ধারা (৪২) হতে (৫০) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(৪২) "কর্পোরেট আবেদনকারী" অর্থ-

(ক) কর্পোরেট দেনাদার; বা

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো সদস্য যিনি আইনগতভাবে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আবেদন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি যিনি কর্পোরেট দেনাদারের কার্যপরিচালনা ও সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত; বা

(ঘ) কোনো ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৪৩) "আর্থিক পাওনাদার" (Financial Creditor) অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট আর্থিক দেনা রহিয়াছে এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট উক্ত দেনা আইনগতভাবে অর্পণ বা হস্তান্তর করা হইয়াছে;

(৪৪) "ব্যবসায়িক পাওনাদার" (Operational Creditor) অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট কোন ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত দেনা রহিয়াছে, এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট উক্ত দেনা আইনগতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত হইয়াছে;

(৪৫) "আর্থিক ঋণ" (Financial Debt) অর্থ ওভারড্রাফট, একসেপ্টেনস ক্রেডিট বা অনুরূপ ব্যবস্থা, লোন স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার, নোট, ঋণ বা ইনভেন্টরি ফাইনান্সিং, আর্থিক লিজ বা বিক্রয় এবং লিজ ব্যাক এ্যারেঞ্জমেন্ট, বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্ভূত ঋণগ্রস্ততা যাহার উদ্দেশ্য হইল অর্থ ধার করা, বৈদেশিক অর্থের সুদের হার বা অন্য কোনো সোয়াপ, হেজিং অবলিগেশন, বিনিময় বিল, রিকোর্স-অবলিগেশন অন ফ্যাক্টরড ঋণ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দলিলের অধীন দায়সহ সকল প্রকার ধার গ্রহণ ও ব্যাংক ঋণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪৬) "ব্যবসায়িক ঋণ" (Operational Debt)অর্থ নিয়োগ বা আপাতত বলবৎকোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত দেনাসহ মালামাল সংরক্ষণ বা সেবা বিষয়ক কোনো দাবি;

(৪৭) "নিষ্পত্তির আবেদনকারী" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি এককভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে, ধারা-৫১শ এর অধীনে পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিকট কোনো নিষ্পত্তি পরিকল্পনা দাখিল করেন;

(৪৮) "পেশাজীবি দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী' (Professional Insolvency Practitioner) অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ৬৪(১) এর অধীন রিসিভার হিসাবে কর্পোরেট নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং কর্পোরেট দেনাদার ও অন্য কোনো সত্তার অবসায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেউলিয়া বিষয়ক পেশাজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত কোনো দেউলিয়া বিষয়ক পেশাজীবী এবং কোনো অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৯) "দেনাদারের পক্ষ (related party)", কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত, অর্থ-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার অথবা কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারের কোনো আত্মীয়;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা তাহার কোনো আত্মীয়;

(গ) কোনো অংশিদারী কারবার যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক বা তাহার আত্মীয় একজন অংশীদার;

(ঘ) কোনো বেসরকারি কোম্পানি যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক একজন পরিচালক এবং তাহার আত্মীয়সহ তিনি উহার শেয়ার মূলধনের ২% (দুই শতাংশের) অধিক শেয়ার ধারন করেন;

(ঙ) কোনো সরকারি কোম্পানি যাহাতে যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক একজন পরিচালক এবং তাহার আত্মীয়সহ তিনি উহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ২% (দুই শতাংশের) অধিক শেয়ার ধারন করেন;

(চ) কোনো বডি কর্পোরেট যাহার পরিচালনা বোর্ডের ব্যস্থাপনা পরিচালক বা ব্যবস্থাপক তাহাদের সাধারণ কার্যের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপকের উপদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন;

(ছ) কোনো অংশিদারী কারবার যাহার অংশিদারগণ বা কর্মচারীগণ তাহাদেরসাধারণ কার্যের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপকের উপদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন;

(জ) কোনো ব্যক্তি যাহার উপদেশ/পরামর্শ নির্দেশ বা নির্দেশনা মোতাবেক কর্পোরেট দেনাদারের পরিচালক, শেয়ারহল্ডার বা ব্যবস্থাপক কার্য করিতে বাধ্য/অভ্যস্ত;

(ঝ) কোনো বডি কর্পোরেট যাহা কর্পোরেট দেনাদারের প্রধান, অধস্তন বা সহযোগী কোম্পানি, অথবা প্রধান কোম্পানির/হোল্ডিংকোম্পানির কোনো অধস্তন কোম্পানি যাহাতে কর্পোরেট দেনাদার একটি অধস্তন কোম্পানি;

(ঞ) কোনো ব্যক্তি মালিকানা ভোটিং চুক্তি বলে যিনিকর্পোরেট দেনাদারের ভোটাধিকারের ২০% (বিশ শতাংশ) এর অধিক নিয়ন্ত্রণ করে।

(ট) কোনো কর্পোরেট দেনাদার মালিকানা ভোটিং চুক্তি বলে যাহার ভোটাধিকারের ২০% (বিশ শতাংশ) এর অধিক নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঠ) কোনো ব্যক্তি যিনি কর্পোরেট দেনাদারের বা অনুরূপ গভর্নিং বডির গঠন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন;

(ড) কোনো ব্যক্তি যিনি নিম্নবর্ণিত কারণে কর্পোরেট দেনাদারের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছেন, যথা:-

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের নীতি নির্ধারণি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ; বা

(আ) কর্পোরেট দেনাদার ও উক্ত ব্যক্তির মধ্যে ববস্থাপনা কর্মকর্তা বিনিময়/আদান-প্রদান; বা

(ই) উক্ত ব্যক্তি ও কর্পোরেট দেনাদারের মধ্যে দুই এর অধিক একই পরিচালক রহিয়াছে; বা

(ঈ) কর্পোরেট দেনাদারের নিকট হইতে বা উহাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে;

(৫০) "ভোটাধিকার" অর্থ পাওনাদার কমিটিতে কোনো একক আর্থিক ও ব্যবসায়িক পাওনাদারের ভোটাধিকার যাহা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক আর্থিক ও ব্যবসায়িক ঋণ সম্পর্কে উক্ত পাওনাদারের নিকট হইতে কৃত ঋণের আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।"

৩। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

'৪(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটের প্রজ্ঞাপনের দ্বারা জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে যেকোন জেলায় দেউলিয়া বিষয়ক আদালত গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রত্যেক জেলার জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে অনুরূপ আদালত গঠন করতে পারিবে।'

৪। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর-

(ক) দফা (ক) এ 'এবং তাহার' শব্দদুটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,' শব্দ ও কমার (,) পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুটি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে, 'কন্যার' শব্দটির পরিবর্তে 'কন্যা, ভাই, বোন ও কোন ব্যক্তির' শব্দগুলি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ 'এবং তাহার' শব্দদুটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,' শব্দ ও কমার (,) পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুটি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে, 'কন্যার' শব্দটির পরিবর্তে 'কন্যা, ভাই, বোন ও কোন ব্যক্তির' শব্দগুলি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

৫। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১০ এর 'পরিপ্রেক্ষিতে' শব্দটির পর 'কিংবা অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে কোন আদালত কর্তৃক ডিক্রি প্রাপ্ত হইলে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'অভিহিত' শব্দটির পর 'হইবে। এই আইনের অধীনে দাখিলী মামলা অনুর্ধ্ব ৯০দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলে, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত অনুর্ধ্ব আরও ৩০ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে' শব্দগুলি, দাঁড়ি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে'।

৬। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর -

(ক) দফা (গ) এ 'সংগঠিত' শব্দটির পরিবর্তে 'সংঘটিত' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ '২০,০০০.০০ (বিশ হাজার)' অঙ্ক, দশমিক, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ)' অঙ্ক, দশমিক, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২২ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ '৬০(ষাট)' অঙ্ক, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৩০(ত্রিশ)' অঙ্ক, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ 'প্রচারিত' শব্দটির পর 'জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'ও দেশের রাজধানী হইতে প্রকাশিত অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিকের পর পর দুইটি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'প্রকাশিত অন্ততঃ দুইটি দৈনিক পত্রিকার একটি' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এ 'রিসিভারকে নির্দেশ দিবে;' শব্দগুলি ও সেমিকোলন (;) এর পর 'তবে পাওনাদার ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইলে আবেদন ব্যতিরেকে উহাকে অন্তর্বর্তীকালীন রিসিভার নিয়োগ করিতে পারিবে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১০। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর-

(ক) দফা (গ) এর '২৫০০' ও '৫,০০০' সংখ্যা দুটির পরিবর্তে যথাক্রমে '১৫০০' ও '৩,০০০' সংখ্যা দুটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) শর্তাংশে '৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ)' অঙ্ক, কমা(,), দশমিক (.), শব্দদুটি ও বন্ধনীর স্থলে '৫,০০,০০০.০০ (পাঁচলক্ষ)' অঙ্ক, কমা(,), দশমিক (.), শব্দদুটি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৩২ক এর সংযোজন।- উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ নতুন একটি ধারা ৩২ক সংযোজিত হইবে, যথা:-

'৩২ক। নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি দেউলিয়া (Bankrupt) ঘোষিত হইবার কারণে তাহার দ্বারা বা তাহার নিকট গচ্ছিত সিকিউরিটিজ বাজার সংক্রান্ত নিম্নোল্লিখিত সম্পদ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য দলিলাদি কোন অবস্থাতেই বন্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বা ক্রোকের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে না; এবং একইসাথে উক্ত ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানি হয় তবে উহার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত সম্পদ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য দলিলিাদি উক্ত কোম্পানির পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না; বা পাওনাদারগণের দায়-দেনা পরিশোধের জন্যও ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:-

(ক) ক্লিয়ারিং ও সেটলমেন্ট এর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টি ও ডিপোজিটরী নিকট গচ্ছিত অর্থ, সিকিউরিটিজ, মার্জিন বা জামানত (Guarantee);

(খ) ডিপজিটরির নিকট গ্রাহকের হিসাবে গচ্ছিত সিকিউরিটিজ;

(গ) স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, পোর্টফলিও ম্যানেজার, ডিপোজিটরী অংশগ্রহণকারী, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান বা কাস্টডিয়ান এর নিকট গ্রাহক কর্তৃক গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটিজ;

(ঘ) সিকিউরিটিজ ইস্যুর উদ্দেশ্যে প্রবর্তক (Originator) কর্তৃক কোন স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (Special Purpose Vehicle) বা ট্রাষ্ট এর নিকট হস্তান্তরকৃত বা গচ্ছিত সম্পদ;

(ঙ) সেটলমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড বা ইনভেস্টর প্রটেকশন ফান্ড এর সকল প্রকার সম্পদ;

(চ) ইসলামী সিকিউরিটিজ বা অন্য কোনো ঋণ পত্র বা ডেট সিকিউরিটিজের দায় পরিশোধের নিমিত্ত গঠিত বা রক্ষিত কোনো সঞ্চিতি বা তহবিল বা সম্পদ।'

১২। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রণীত তফসিলে কোন ব্যক্তি, তাঁহার নাম বাদ পড়ার কারণে, সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশজারীর ১৫ দিনের মধ্যে পুনঃবিবেচনার (review) জন্য আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৩। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৪৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (১) এর 'প্রস্তাব বিবেচনার জন্য' শব্দগুলির পর 'আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে' শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে এবং 'যোগ্যতা সম্পর্কে' শব্দদুটির পর 'উক্ত' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

১৪। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর 'দেনাদার তাহার দেনাসমূহ' শব্দগুলির পর 'কিংবা পাওনাদারগণ, একক বা যৌথভাবে, তাহাদের পাওনাসমূহ' শব্দগুলি ও কমা (,) দুটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর 'যথাযোগ্য দেনাদার' শব্দদুটির পর 'বা পাওনাদার' শব্দদুটি সন্নিবেশিত হইবে এবং '৯০ (নব্বই)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর 'পরিকল্পনা সম্পর্কে' শব্দদুটির পর '১৫ (পনের) দিনের মধ্যে' সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে এবং 'তাহার মতামতসহ,' শব্দদুটি ও কমার (,) পর 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে,' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে; এবং

১৫। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (৩) এর '৬০ (ষাট)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৩০(ত্রিশ)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর-

(ক) উপ-ধারা (৩) এর 'দুই' শব্দটির পরিবর্তে 'এক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর 'তিনি' শব্দটির পর 'ব্যাংক বা অন্য কোন উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কিংবা ঋণ বারংবার পুনতফসিল করিয়া কিংবা ঋণপত্র ইস্যু করিয়া' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (চ) এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঝ) এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (খ) এর শর্তাংশে 'বার' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনে নতুন পঞ্চম-ক অধ্যায় সংযোজন। -উক্ত আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের পর নিম্নোক্ত নতুন 'পঞ্চম-ক অধ্যায়' সংযোজিত হইবে, যথা:-

"পঞ্চম-ক অধ্যায়

কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

৫১ক। যে সকল ব্যক্তি কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন-

যেই ক্ষেত্রে কোন কর্পোরেট দেনাদার অত্র আইনের ধারা ৯ এর অধীনে কোন দেউলিয়া কর্ম সংগঠন করেন, তখন যেকোন আর্থিক পাওনাদার, ব্যবসায়িক পাওনাদার বা কর্পোরেট দেনাদার নিজেই অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন।

৫১খ। আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেওয়ালিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু-

(১) যখন কোন কর্পোরেট দেনাদার কোন দেউলিয়া কর্ম সংঘটন করেন তখন আর্থিক পাওনাদার নিজে এককভাবে বা অন্য কোন আর্থিক পাওনাদার বা আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫১দ এর উপধারা ৭ এর দফা (ক) ও দফা (খ) এ বর্ণিত আর্থিক পাওনাদারগণ একই শ্রেণির ১০০ (একশত) পাওনাদারের কম নয় এমন সংখ্যক অথবা মোট সংখ্যক পাওনাদারের কমপক্ষে ১০ শতাংশ পাওনাদার, যাহা কম, যৌথভাবে কর্পোরেট দেওয়ালিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন করিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, আর্থিক পাওনাদারগণ, যাহারা রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের অংশীদার, একই রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের একই শ্রেণির ১০০ (একশত) পাওনাদারের কম নয় এমন সংখ্যক অথবা মোট সংখ্যক পাওনাদারের কমপক্ষে ১০ শতাংশ পাওনাদার, যাহা কম, যৌথভাবে কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেওয়ালিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন করিবেন।

ব্যাখ্যা- এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'দেউলিয়া কর্ম' বলতে শুধু আবেদনকারীর আর্থিক পাওনাকেই বুঝাইবে না, বরং কর্পোরেট দেনাদারের অন্যান্য আর্থিক পাওনাকেও বুঝাইবে।

(২) আর্থিক পাওনাদার নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া উপধারা ১ এর অধীনে আবেদন করিবেন।

(৩) আর্থিক পাওনাদার আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন:-

(ক) তথ্য ও প্রমাণাদিসহ পরিশোধে অক্ষম ঋণের পরিমাণ;

(খ) একজন কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর নাম যিনি অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্পত্তিকারী হিসেবে কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(গ) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি।

(৪) উপধারা ২ এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত উপধারা ৩ এর অধীনে আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করিয়া দেউলিয়া কর্ম নিরূপণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উল্লেখিত সময়ের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত দেউলিয়া কর্ম নিরূপণ করিতে না পারেন এবং উপধারা ৫ এর অধীনে আদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে এ সংক্রান্ত যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) যে ক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) দেউলিয়া কর্ম সংঘটিত হইয়াছে এবং উপধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ এবং প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান নেই তাহা হইলে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে, আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করিবেন; অথবা

(খ) দেউলিয়া কর্ম সংঘটিত হয়নি এবং উপধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ এবং প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান রহিয়াছে তাহা হইলে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে, আবেদনপত্রটি না-মঞ্জুর করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা ৫ এর দফা (খ) এর অধীনে আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপধারা ৫ এর অধীনে আবেদনপত্র মঞ্জুরের দিন থেকে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

(৭) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে-

(ক) উপধারা ৫ এর দফা (ক) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ আর্থিক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে;

(খ) উপধারা ৫ এর দফা (খ) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ আর্থিক পাওনাদারকে;

অবহিত করিবেন।

৫১গ। ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুকরণ-

(১) কর্পোরেট দেনাদার দেউলিয়া কর্ম সংঘটন করিলে একজন ব্যবসায়িক পাওনাদার নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিশোধিত ঋণের টাকা দাবী করিয়া ব্যবসায়িক দেনাদারের প্রতি একটি নোটিশ অথবা চালানের (invoice) একটি কপি প্রদান করিবেন।

(২) কর্পোরেট দেনাদার উপধারা ১ অনুযায়ী নোটিশ বা চালানের কপি পাওয়ার অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে-

(ক) এরূপ নোটিশ পাওয়ার পূর্বেই একই বিষয়ে কোন মামলার অস্তিত্ব অথবা চলমান কোন মামলা বা সালিশের তথ্য, যদি থাকে, প্রেরণের মাধ্যমে;

(খ) অপরিশোধিত ব্যবসায়িক ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে -

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা (অর্থ) হস্তান্তরের ইলেক্ট্রনিক দলিলের সত্যায়িত কপি প্রেরণের মাধ্যমে,

(আ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত চেক ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক নগদায়ন সম্পর্কিত তথ্যের সত্যায়িত কপি প্রেরণের মাধ্যমে,

ব্যবসায়িক পাওনাদারকে অবহিত করিবেন।

ব্যাখ্যা- অত্র ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "দাবি নোটিশ (demand notice)" বলিতে ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া ব্যবসায়িক ঋণের অর্থ দাবী করিয়া কর্পোরেট দেনাদারকে প্রদত্ত নোটিশকে বুঝাইবে।

৫১ঘ। ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন.-

(১) ধারা ৫১গ এর উপধারা ১ এর অধীনে পাওনা অর্থ দাবী করে নোটিশ বা চালান প্রেরণের ১০ (দশ) দিনের পরেও যদি কর্পোরেট দেনাদার ব্যবসায়িক পাওনাদারকে কোন অর্থ পরিশোধ না করে অথবা ধারা ৫১গ এর উপধারা ২ এর অধীনে বিরোধের কোন নোটিশ প্রদান না করে, তাহা হইলে ব্যবসায়িক পাওনাদার দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া উপধারা ১ এর অধীনে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ব্যবসায়িক পাওনাদার তার আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিবে-

(ক) পাওনা অর্থ দাবী করিয়া ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি প্রেরিত চালানের কপি অথবা দাবী নোটিশ;

(খ) অপরিশোধিত অর্থ সম্পর্কিত বিরোধ সম্পর্কিত কোন নোটিশ কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রেরিত হয়নি মর্মে একটি এফিডেভিট;

(গ) ব্যবসায়িক পাওনাদারের হিসাবে কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক অপরিশোধিত ব্যবসায়িক ঋণের কোন অর্থ জমা হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক অপরিশোধিত ঋণের কোন অর্থ ব্যবসায়িক পাওনাদারকে পরিশোধ করা হয়নি মর্মে অন্য কোন প্রমাণ থাকিলে তার কপি; এবং

(ঙ) এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচিত এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রমাণাদি।

(৪) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুকারী ব্যবসায়িক পাওনাদার একজন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন যিনি অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্পত্তিকারী হিসেবে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) উপধারা ২ এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে;-

(অ) আবেদন মঞ্জুর করিবেন এবং মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে অবহিত করিবেন যদি-

(ক) উপধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ হয়;

(খ) অপরিশোধিত ব্যবসায়িক ঋণের অর্থ পরিশোধ না করা হয়;

(গ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করার নিমিত্তে ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক চালান অথবা নোটিশ প্রেরিত হইয়া থাকে;

(ঘ) ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক বিরোধ সম্পর্কিত কোন নোটিশ গৃহীত না হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান না থাকে।

(আ) আবেদন না-মঞ্জুর করিবেন এবং না-মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে অবহিত করিবেন যদি-

(ক) উপধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ হয়;

(খ) অপরিশোধিত ব্যবসায়িক ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়;

(গ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করার নিমিত্তে ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি চালান অথবা নোটিশ প্রেরিত না হইয়া থাকে;

(ঘ) ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক বিরোধ সম্পর্কিত কোন নোটিশ গৃহীত হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (আ) এর (ক) এর অধীনে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপধারা ৫ এর অধীনে আবেদন মঞ্জুরের দিন হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

৫১৬। কর্পোরেট আবেদনকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু-

(১) যেই ক্ষেত্রে একজন কর্পোরেট দেনাদার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হইবেন সেই ক্ষেত্রে কর্পোরেট আবেদনকারী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত এর নিকট আবেদনের মাধ্যমে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতি ও নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিবেন-

(ক) হিসাবের বহি সম্পর্কিত তথ্যাবলি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য দলিল, যদি থাকে;

(খ) প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সম্পর্কিত তথ্যাবলি; এবং

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের অংশীদারদের মধ্যে কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক গৃহীত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন অনুমোদন সংক্রান্ত বিশেষ সিদ্ধান্ত।

(৪) আবেদনপত্র গ্রহণের অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে-

(ক) আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ হইলে অথবা প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান না থাকিলে আবেদনপত্র মঞ্জুর করিবেন; অথবা

(খ) আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ হইলে অথবা প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান থাকিলে আবেদনপত্র না-মঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) এই ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন মঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

৫১চ। কর্পোরেট দেওলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্থগিতকরণ-

ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ...(এই আইন সংশোধনের তারিখ)..... তারিখের পূর্বে বা পরের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সংঘটিত কোন দেউলিয়া কর্মের ভিত্তিতে পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর কোন আবেদন দায়ের করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- .....(এই আইন সংশোধনের তারিখ).....তারিখের পূর্বে সংঘটিত কোন দেউলিয়া কর্মের ভিত্তিতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর কোন আবেদন দায়ের করা যাইবে না।

৫১ছ। আবেদনের অযোগ্য ব্যক্তিগণ-

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই অধ্যায়ের অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিবার আবেদন করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কোন কর্পোরেট দেনাদার;

(খ) আবেদনের ১ বছর পূর্বে নিষ্পত্তি হওয়া দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কোন কর্পোরেট দেনাদার;

(গ) আবেদনের ১ বছর পূর্বে অনুমোদিত কোন নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ভঙ্গকারী কোন কর্পোরেট দেনাদার বা আর্থিক পাওনাদার;

(ঘ) যে কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে অবসায়ন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ১- অত্র ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'কর্পোরেট দেনাদার' বলিতে কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার শুরুর আবেদনকারীকেও বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২- অত্র ধারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে এই মর্মে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে, অত্র ধারার (ক) থেকে (ঘ) দফায় বর্ণিত কোন কর্পোরেট দেনাদারকে অন্য কোন কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার শুরুর আবেদন করা থেকে বারিত করিবে না।

৫১জ। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণের সময়সীমা-

(১) উপধারা ২ এর বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন মঞ্জুরের দিন হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ঘোষণা প্রক্রিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) মোট ভোটার সংখ্যার ৬৬ (ছেষট্টি) শতাংশ ভোটাধিকার রহিয়াছে এমন পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হইলে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ১৮০ (একশত আশি) দিনের বেশি সময় বৃদ্ধির জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা ২ এর অধীনে আবেদন গ্রহণের পর যদি দেউলিয়া বিষয়ক আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে আরও ৯০ দিনের বেশি নয় এমন সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ দিতে পারিবেন।

৫১ঝ। ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ এর অধীনে মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাহারকরণ –

এতদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাওনাদার কমিটির মোট ভোটার সংখ্যার ৯০ (নব্বই) শতাংশ ভোটার কর্তৃক অনুমোদিত হলে আবেদনকারী ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ এর অধীনে মঞ্জুরকৃত আবেদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫১ঞ। দেনা স্থগিতকরণের ঘোষণা এবং বিজ্ঞপ্তি –

(১) ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ এর অধীনে আবেদন মঞ্জুরের পর দেউলিয়া বিষয়ক আদালত-

(ক) ধারা ৫১ট-তে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দেনা স্থগিত রাখিবার ঘোষণা প্রদান করিবেন;

(খ) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং ধারা ৫১ঠ এর অধীনে দাবি আহ্বান করিবেন; এবং

(গ) ধারা ৫১ড এর অধীনে একজন অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন।

(২) অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ দেওয়ার পরপরই উপধারা ১(খ) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

৫১ট। দেনা স্থগিতকরণ-

(১) উপধারা ২ এবং উপধারা ৩ এর বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখেই দেউলিয়া বিষয়ক আদালত নিম্নলিখিত কার্যাবলি নিষিদ্ধ করিয়া দেনা স্থগিত করিবার ঘোষণা দিবেন, যথা:-

(ক) কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, সালিশি প্যানেল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করাসহ কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা দায়েরকৃত কোন মামলার বিচার চালু রাখা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের উপর নতুন কোন দায় সৃষ্টি, হস্তান্তর, স্থানান্তর বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর;

(গ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক বন্ধককৃত বা জামানত হিসেবে রক্ষিত কোন সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার হরণের মামলা দায়ের বা কোন অধিকার বা জামানত উদ্ধারের মামলা;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের দখলে অথবা অধিকারে থাকা কোন সম্পত্তি উদ্ধার করা।

ব্যাখ্যা - অত্র উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, স্থানীয় সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লাইসেন্স, মঞ্জুরী, অনুমোদন, নিবন্ধনের আওতাধীন কোন অধিকার, যদি না এই ধরণের অধিকার ব্যবহার সংক্রান্ত কোন দাবী অনাদায়ী থাকে, দেউলিয়াত্বের কারণে স্থগিত থাকিবে না।

(২) দেনা স্থগিতকরণ বজায় থাকাকালে কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ স্থগিত বা বন্ধ হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, দেনা স্থগিতকরণ বজায় থাকাকালে এরূপ পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কোন দেনা অপরিশোধিত থাকলে সেক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা সরবরাহ স্থগিত বা বন্ধ করা যাইবে।

(৩) উপধারা ১ এর বিধান নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:-

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও ঘোষিত কোন লেনদেন, চুক্তি বা বিলিব্যবস্থা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের সাথে জামিননামা চুক্তির অধীনে থাকা কোন জামিনদার।

(৪) দেনা স্থগিতকরণের ঘোষণা এরূপ ঘোষণার তারিখ হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বলবত থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালে অত্র আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত দেউলিয়া বিষয়ক আদালত ৫১ষ ধারার অধীনে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করিলে এরূপ নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হতে দেনা স্থগিতকরণের যথাযোগ্যতা সমাপ্ত হইবে।

৫১ঠ। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি –

(১) ধারা ৫১ঞ এর অধীনে প্রচারিত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কর্পোরেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদার যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত এরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম;

(গ) দাবী উপস্থাপনের সর্বশেষ তারিখ;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যবস্থাপনাকারী এবং দাবী গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য;

(ঙ) মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক দাবীর শাস্তি;

(চ) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তের তারিখ।

(২) এই ধারার অধীনে গণবিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে।

৫১ড। অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ ও মেয়াদ –

(১) দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ হইতে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত একজন অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী (Interim Resolution Professional) নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে আর্থিক পাওনাদার অথবা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকেই অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন, যদি তার বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান না থাকে।

(৩) যে ক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে এবং-

(ক) অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করা হয়নি সেক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত একজন অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন;

(খ) যেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক ধারা ৫১ঘ এর ৪ উপধারার অধীনে একজন অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে নিয়োগ করিবেন, যদি তার বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান না থাকে।

(৪) ধারা ৫১ধ এর অধীনে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী তার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৫১ঢ। অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনা –

(১) অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদানের তারিখ হইতে,-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর উপর বর্তাইবে;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের বোর্ড অব ডিরেক্টর অথবা অংশীদারদের ক্ষমতা স্থগিত থাকিবে এবং এরূপ ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক প্রয়োগ করা হইবে;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকগণ যেকোন বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে অবহিত করিবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর চাহিদা অনুযায়ী দলিলপত্র সরবরাহ করিবেন;

(ঘ) যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব রহিয়াছে সে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম, কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত তথ্যাবলি অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সরবরাহ করিবে।

(২) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে সব ধরণের দলিল, রসিদ এবং অন্যান্য দলিলাদি, যদি থাকে, সম্পাদন করিবেন;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক তথ্য রহিয়াছে এমন যেকোন ধরণের ইলেক্ট্রনিক দলিল বা নথি ব্যবহার করিতে পারিবেন;

(গ) সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, হিসাবরক্ষক অথবা এই ধরণের অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সংরক্ষিত কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত যেকোন হিসাবের বহি, দলিল, নথি, বিবরণী অথবা অন্যান্য দলিলপত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত বলবত আইনের বিধানাবলি অনুসরণ করিবেন।

৫১ণ। অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য –

অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক অবস্থা নিরূপণকল্পে তার অর্থ, সম্পত্তি এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ৩০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন এবং সরবরাহকারী তা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন-

(অ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরের ব্যবসায়িক কার্যক্রম;

(আ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরের আর্থিক লেনদেনের তথ্য;

(ই) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ পর্যন্ত সম্পত্তি ও দায়-দেনার হিসাব;

(ঈ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি;

(খ) গণবিজ্ঞপ্তির আলোকে পাওনাদার কর্তৃক উপস্থাপিত সব ধরণের দাবি ও অভিযোগ সংগ্রহ করিবেন;

(গ) ৩০ দিনের মধ্যে একটি পাওনাদার কমিটি গঠন করিবেন;

(ঘ) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদান করা পর্যন্ত কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তির তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করিবেন; এবং

(ঙ) কর্পোরেট দেনাদারের অধিকারে থাকা নিম্নলিখিত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখল নেবেন-

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের অধিকারে থাকা সম্পত্তি, এমনকি যদি তা বিদেশেও থাকে;

(আ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি;

(ই) বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিসহ যেকোন ধরণের স্পর্শাতীত সম্পত্তি;

(ঈ) কর্পোরেট দেনাদারের নিকট অর্পিত যেকোন ধরণের জামানত, শেয়ার এবং বীমা পলিসি;

(ঊ) কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত এমন সম্পত্তি যার মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন;

(চ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব।

ব্যাখ্যা: এই ধারার অধীনে 'সম্পত্তি' বলিতে নিম্নোক্ত সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের অধীনে থাকা তৃতীয় ব্যক্তির কোন সম্পত্তি;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি;

(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন সম্পত্তি।

৫১ত। যে সকল ব্যক্তি অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করিবেন –

(১) নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করিবেন-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের প্রবর্তক বা উদ্যোক্তা;

(গ) কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি।

(২) যেক্ষেত্রে উপধারা ১ এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা না করেন সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা ২ এর অধীনে আবেদনপত্র পাওয়ার পর আবেদনপত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

৫১থ। নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা –

(১) কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি রক্ষা ও এর মূল্য সংরক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে-

(ক) হিসাবরক্ষক, আইনজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে যেকোন ধরণের চুক্তি করা অথবা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার পূর্বের কোন চুক্তি সংশোধন বা পরিবর্তন;

(গ) অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঙ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫১দ। পাওনাদার কমিটি –

(১) কর্পোরেট দেনাদারের বিপক্ষে গৃহীত সব ধরণের দাবী বা অভিযোগ একত্রিতকরণ এবং কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক অবস্থান নির্ণয় করিবার পর অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ৫১(ণ) ধারায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পাওনাদারদের একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে গঠিত কমিটিতে সকল আর্থিক পাওনাদার এবং ব্যবসায়িক পাওনাদারের সদস্য পদ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫১প এর উপধারা (৫), (৬) এবং (৭) এ বর্ণিত কোন আর্থিক পাওনাদার অথবা তার প্রতিনিধি যদি কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষ সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে উক্ত সদস্যের পাওনাদার কমিটির সভায়, কোন ধরণের প্রতিনিধিত্ব করা, অংশগ্রহণ করা অথবা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থাকিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা কোন আর্থিক পাওনাদার, যেক্ষেত্রে লেনদেনটি আর্থিক দেনাদারের দেনা ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরকরণ অথবা স্থলাভিষিক্তকরণ সম্পর্কিত যাহা দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, এর ক্ষেত্রে অনুবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপধারা (৬) এবং (৭) এরবিধানাবলিসাপেক্ষে,
যদিএকইকর্পোরেটদেনাদারকোনঅংশীদারিত্বঅথবাচুক্তিরঅধীনেএকাধিকআর্থিকপাওনাদারেরনিকটদায়বদ্ধথাকেতাহাহইলেএরূপ প্রত্যেকপাওনাদার ‘পাওনাদারকমিটি’রসদস্যহইবেনএবংপ্রত্যেকেরনিজেরপাওনাঅনুপাতেভোটাধিকারথাকিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন আর্থিক পাওনাদার একত্রে ব্যবসায়িক পাওনাদারও হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে,-

(ক) এরূপ ব্যক্তি আর্থিক দেনার অনুপাতে আর্থিক পাওনাদার হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ভোটাধিকারসহ পাওনাদার কমিটির সদস্য হইবেন;

(খ) এরূপ ব্যক্তি ব্যবসায়িক ঋণের অনুপাতে ব্যবসায়িক পাওনাদার হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং ভোটাধিকারসহ পাওনাদার কমিটির সদস্য হইবেন।

(৫) একজন ব্যবসায়িক পাওনাদার তার ব্যবসায়িক ঋণ কোন আর্থিক দেনাদারের নিকট আইনগতভাবে হস্তান্তর করিলে এরূপ হস্তান্তর গ্রহীতা, ব্যবসায়িক ঋণের অনুপাতে, ব্যবসায়িক পাওনাদার হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে আর্থিক দেনা সম্পর্কিত কোন অংশীদারী চুক্তিতে সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে একটি মাত্র ট্রাস্ট্রি অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক আর্থিক পাওনাদার,-

(ক) এরূপ ট্রাস্টি অথবা প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের পক্ষে পাওনাদার কমিটিতে তাদের পাওনা অনুপাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ ক্ষমতা প্রদান করিবেন;

(খ) ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন;

(গ) ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিজ খরচে একজন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঘ) অন্য এক বা একাধিক পাওনাদারের সাথে যৌথভাবে অথবা আলাদাভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে আর্থিক দেনা-

(ক) জামানতরূপে থাকে এবং দেনা চুক্তিতে সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে একটি মাত্র ট্রাস্ট্রি অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে এরূপ ট্রাস্টি অথবা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে কার্য সম্পাদন করিবেন;

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক পাওনাদারের, দফা (ক) অথবা উপধারা (৬)-তে বর্ণিত পাওনাদার ব্যতীত, হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সকল পাওনাদার এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বকারী নিষ্পত্তিকারীর নাম সম্বলিত একটি তালিকা দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন। এরূপ তালিকা গ্রহণের পর আদালত পাওনাদার কমিটির প্রথম সভার পূর্বেই প্রতিনিধিত্বকারী নিষ্পত্তিকারীকে নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(গ) কোন অভিভাবক বা সম্পাদনকারী অথবা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করা হইয়া থাকে এরূপ ব্যক্তি আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সকল প্রতিনিধি পাওনাদার কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৮) উপধারা ৭ এর দফা (ক) এবং (গ) -এ বর্ণিত প্রতিনিধিগণ আর্থিক দেনা চুক্তি অথবা অন্য কোন চুক্তি, যদি থাকে, সম্মানী ভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং উপধারা ৭ এর দফা (খ)-তে বর্ণিত প্রতিনিধির সম্মানী ভাতা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৯) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত উপধারা (৬) এবং (৭) এ বর্ণিত আর্থিক পাওনার অনুপাতে ভোটাধিকার নির্ধারণ করিবেন।

(১০) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাওনাদার কমিটির সকল সিদ্ধান্ত ৬৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্পোরেট দেনাদারের কোন আর্থিক পাওনাদার না থাকে, সেক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পাওনাদার কমিটি গঠিত হইবে।

(১১) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালে পাওনাদার কমিটির সদস্যদের কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত যে কোন তথ্য চাহিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(১২) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী উপধারা ১১ এর অধীনে যাচিত তথ্য যাচনার তারিখ হইতে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সরবরাহ করিবেন।

৫১ধ। পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ –

(১) পাওনাদার কমিটি গঠনের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তারা প্রথম বৈঠকে মিলিত হইবে।

(২) পাওনাদার কমিটির প্রথম বৈঠকে, আর্থিক পাওনাদারদের ভোটাধিকারের ৬৬ শতাংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ইতোপূর্বে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী অথবা অন্য কোন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) পাওনাদার কমিটি উপধারা ২ এর অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর,-

(ক) অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, তাঁহার সম্মতি সাপেক্ষে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে এই ধরণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ৭ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, কর্পোরেট দেনাদার এবং দেউলিয়া বিষয়ক আদালতকে অবহিত করিবেন; অথবা

(খ) নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট নিষ্পত্তিকারীর সম্মতি গ্রহণপূর্বক পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে এরূপ সিদ্ধান্তের বিষয় ৭ দিনের মধ্যে অবহিত করিয়া তাহার নিয়োগের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে আবেদন করিবেন।

(৪) উপধারা ৩ এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের পর দেউলিয়া বিষয়ক আদালত পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট নিষ্পত্তিকারীকে নির্দেশ দিবেন।

৫১ন। পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা –

(১) ধারা ৫১ম এর বিধান সাপেক্ষে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেট দেনাদারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পূর্ণ সমাপ্তের পরও পেশাদার নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন অথবা অবসায়ক নিয়োগ পর্যন্ত কর্পোরেট দেনাদারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করিবেন।

(২) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী এই অধ্যায়ের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে প্রদত্ত সব ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ধারা ৫১ধ এর উপধারা ৪ এর অধীনে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর কাছে কর্পোরেট দেনাদারের সব ধরণের তথ্য, দলিল অথবা নথি, যাহাই থাকে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী বরাবর হস্তান্তর করিবেন।

৫১প। পাওনাদার কমিটির সভা -

(১) পাওনাদার কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা ভার্চুয়াল যেকোন মাধ্যমের দ্বারা সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটির সকল সভা পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট পাওনাদার কমিটির প্রত্যেক সভার নোটিশ প্রদান করিবেন-

(ক) পাওনাদার কমিটির সকল সদস্য ও তাহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;

(খ) যথাযোগ্য পাওনাদার অথবা তাহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত পরিচালকগণ, শেয়ারহোল্ডারগণ ও পরিকল্পনাকারী পাওনাদারগণের প্রতিনিধি, পাওনাদারের কমিটির সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন, তবে উক্ত সভায় তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সভায় অনুরূপ কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা, ক্ষেত্রমত, পরিকল্পনাকারী পাওনাদারগণের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলেও উক্ত সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবেনা।

(৫) ধারা ৫১দ এর উপধারা (৬), (৭) এবং (৮) এর বিধান সাপেক্ষে পাওনাদার কমিটির যেকোন সদস্য তাহার প্রতিনিধি হিসেবে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেউলিয়া নিষ্পত্তিকারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন দেউলিয়া নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারীই উক্ত নিষ্পত্তিকারীর যাবতীয় ফিস প্রদান করিবেন।

(৬) অপরিশোধিত দেনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া ভোটাধিকারই প্রত্যেক পাওনাদার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৭) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী অপরিশোধিত দেনার ভিত্তিতে প্রত্যেক পাওনাদারের ভোটাধিকার নির্ধারণ করিবেন।

(৮) পাওনাদার কমিটির সকল সভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৫১ফ। পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য –

(১) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি রক্ষা ও এর মূল্য সংরক্ষণের জন্য এবং ব্যবসার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যবসায়িক নথি ও দলিলসহ সব ধরণের সম্পত্তি নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসিবেন;

(খ) সব ধরনের বিচারিক, আধা-বিচারিক অথবা সালিশি কার্যক্রমে কর্পোরেট দেনাদারের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিনিধিত্ব করিবেন;

(গ) পাওনাদার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি করিবেন;

(ঘ) হিসাবরক্ষক, আইনজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঙ) সকল দাবির একটি হালনাগাদ তালিকা তৈরি করিবেন;

(চ) পাওনাদার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং সভায় অংশগ্রহণ করিবেন;

(ছ) ধারা ৫১র এর অধীনে একটি তথ্য স্মারক প্রস্তুত করিবেন;

(জ) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও যৌক্তিকভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাওনাদার কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আহ্বান করিবেন।

(ঝ) পাওনার কমিটির নিকট নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করিবেন;

(ঞ) দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত করিবেন;

(ট) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৫১ব। আর্থিক পাওনাদারের প্রতিনিধির অধিকার ও কর্তব্য –

(১) ধারা ৫১দ এর উপধারা (৬), (৭) এবং (৮) এর অথবা ধারা ৫১প এর উপধারা (৫) অনুযায়ী মনোনীত প্রতিনিধি আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে অনুমোদিত ভোটাধিকার প্রয়োগ, ব্যক্তিগতভাবে অথবা ভার্চুয়াল যেকোন মাধ্যমে, করিতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটির সভার বিষয়সূচি এবং কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট আর্থিক পাওনাদারের নিকট সরবরাহ করা উক্ত আর্থিক পাওনাদারের মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব হইবে।

(৩) আর্থিক পাওনাদারের মনোনীত প্রতিনিধি তার নিয়োগকারী আর্থিক পাওনাদারের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করিবে না এবং সবসময় আর্থিক পাওনাদারের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি একই ব্যক্তি একাধিক আর্থিক পাওনাদারের প্রতিনিধিত্ব করেন তাহা হইলে তিনি সকল আর্থিক পাওনাদার, যাহারা তাহাকে মনোনীত করিয়াছে, এর নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম করিবেন এবং ভোটাধিকার, সকল আর্থিক পাওনাদারের মোট ভোটাধিকার, প্রয়োগ করিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন আর্থিক পাওনাদার তাহার মনোনীত প্রতিনিধিকে কোন নির্দেশনা প্রদান না করেন তাহা হইলে তিনি সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবেন।

(৪) উপধারা ৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫১দ এর উপধারা (৭) অনুযায়ী মনোনীত প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারী সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন যদি সংশ্লিষ্ট পাওনাদারদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে ৬৬ শতাংশ কর্তৃক 'মনোনীত প্রতিনিধি ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) তাহার নিয়োগকারী সকল আর্থিক পাওনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সব ধরণের নির্দেশনা, আর্থিক পাওনাদারের ভোটাধিকারের বিষয় নিষ্পত্তিকারী অথবা অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, পাওনাদার কমিটির নিকট সরবরাহ করিবেন।

৫১ভ। লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিবেনা-

ধারা ৫১ফ এর উপধারা ২ এর দফা (ঞ) -এ বর্ণিত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিবেনা।

৫১ম। পাওনাদার কমিটি কর্তৃক পেশাদার নিষ্পত্তিকারী স্থলাভিষিক্তকরণ -

(১) যেক্ষেত্রে, দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার যেকোন স্তরে, পাওনাদার কমিটি মনে করেন যে, ধারা ৫১ধ এর অধীনে নিযুক্ত পেশাদার নিষ্পত্তিকারী পরিবর্তন করা আবশ্যক সেক্ষেত্রে এই ধারায় বর্ণিত বিধানাবলি অনুসরণে বর্তমান নিষ্পত্তিকারীর স্থলে অন্য কোন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটি সর্বমোট ভোটাধিকারের ৬৬ শতাংশ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ধারা ৫১ধ এর অধীনে নিযুক্ত পেশাদার নিষ্পত্তিকারী পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, নির্ধারিত ফরমে তার সম্মতি সাপেক্ষে, নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) পাওনাদার কমিটি প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে আদালত নিষ্পত্তিকারীর নিয়োগ অনুমোদন করিবে যদি না তাহার বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বিচারাধীন থাকে। পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা চলমান নাই মর্মে প্রদত্ত সনদ সংশ্লিষ্ট পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা চলমান নাই উহার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) উপধারা ৩ এর অধীনে প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান থাকিলে ধারা ৫১ধ এর অধীনে নিযুক্ত নিষ্পত্তিকারীই কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৫১ষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওনাদার কমিটির অনুমোদন নেওয়া –

(১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, পাওনাদার কমিটির পূর্বানুমতিব্যতীত, কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন নিম্নলিখিত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবে না, যথা:-

(ক) পাওনাদার কমিটির সভায় অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি করা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তির উপর কোন জামানত সৃষ্টি করা;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের পুঁজির পরিমাণ পরিবর্তন, যেকোন উপায়ে, করা;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের মালিকানার কোন পরিবর্তন সাধন করা;

(ঙ) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ কর্পোরেট দেনাদারে হিসাব থেকে অন্য কোন হিসাবে বা ব্যক্তির নিকট বিকলন করার বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কোন ধরণের নির্দেশনা প্রদান করা;

(চ) কর্পোরেট দেনাদারের আইনগত কোন দলিল সংশোধন করা;

(ছ) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা অর্পণ করা;

(জ) তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট কর্পোরেট দেনাদারের কোন অংশীদারের কোন শেয়ার হস্তান্তর অথবা বিক্রির অনুমতি প্রদান;

(ঞ) কর্পোরেট দেনাদার অথবা এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কোন পরিবর্তন সাধন করা;

(ট) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যতীত অন্য কোনভাবে অথবা অন্য কোন চুক্তির অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের কোন স্বার্থ হস্তান্তর করা;

(ঠ) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জনবলের নিয়োগের কোন শর্ত পরিবর্তন করা;

(ড) কর্পোরেট দেনাদারের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক অথবা আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকের নিয়োগের শর্ত পরিবর্তন;

(২) উপধারা ১ এ বর্ণিত যেকোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী পাওনাদার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভার অনুমোদন প্রত্যাশা করিবেন।

(৩) উপধারা ১ বর্ণিত কোন বিষয়ে পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বমোট ভোটাধিকারের কমপক্ষে ৬৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্টতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পাওনাদার কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপধারা ১ এ বর্ণিত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে তা অবৈধ বলে গণ্য হইবে।

৫১র। তথ্য স্মারক প্রস্তুতকরণ –

(১) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিষ্পত্তি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি, নির্ধারিত ফরম এবং নির্ধারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি তথ্য স্মারক প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপধারা ১ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্য স্মারকে অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্য কর্পোরেট প্রক্রিয়া নিষ্পত্তির আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবেন এই শর্তে যে তিনি-

(ক) আন্তঃবাণিজ্য এবং গোপনীয়তা সম্পর্কিত আইন অনুসরণ করিবেন;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(গ) তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট তথ্য সরবরাহ করিবেন না।

৫১ল। যে সকল ব্যক্তি দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির আবেদনের যোগ্য হইবেন না –

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার আবেদনের এবং নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না,-

(ক) যে ব্যক্তি দেউলিয়া থেকে মুক্ত হয়নি;

(খ) যে ব্যক্তি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীনে ঋণ খেলাপী বলে বিবেচিত;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের হিসাবের ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি যিনি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীনে ঋণ খেলাপী এবং ঋণ খেলাপীত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ১ (এক) বছর অতিবাহিত হয়নি।

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ ব্যক্তি দেনার বিলম্বিত চার্জসহ সুদ পরিশোধ করিলে তিনি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিকল্পনা উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইলে অথবা কর্পোরেট দেনাদারের কোন পক্ষ না হইলে তাহার ক্ষেত্রে এই ক্লজের (দফা) বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ১ - এই দফার অধীনে "দেনাদারের পক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যদি এটি কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক পাওনাদার হইয়া থাকে এবং যেক্ষেত্রে লেনদেনটি আর্থিক দেনাদারের দেনা ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরকরণ অথবা স্থলাভিষিক্তকরণ সম্পর্কিত যাহা দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ২ - এই ক্লজের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেক্ষেত্রে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারীর একটি হিসাব রহিয়াছে অথবা কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব পরিচালনা করে এমন কোন উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী হইয়া থাকেন তাহলে আবেদনের পূর্বে দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি ওই ধরণের অনুমোদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) বাংলাদেশে বলবৎ কোন আইনের অধীনে ৭ (সাত) বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে কোন কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তি;

(চ) যদি তিনি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সিকিউরিটি মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা হইতে নিষিদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ছ) কর্পোরেট দেনাদারের এমন হিসাবের উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপনাকারী অথবা নিয়ন্ত্রক যে হিসাব হইতে সন্দেহজনক, আইনবিরোধী, প্রতারণামূলক অথবা অননুমোদিত লেনদেন করা হইয়াছে যেক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আদেশ প্রদান করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের পর দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক আদেশের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি দখলের পূর্বে সন্দেহজনক, আইনবিরোধী, প্রতারণামূলক অথবা অননুমোদিত লেনদেন করা হইলে সে হিসাবের ক্ষেত্রে এই ক্লজের (দফার) কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(জ) যে ব্যক্তি পাওনাদারদের পক্ষে কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কোন জামিননামা সম্পাদন করিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে পাওনাদার কর্তৃক পাওনা দাবি করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পাওনা বা অংশত অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(ঝ) দফা (ক) হইতে (জ)-তে বর্ণিত কার্যাবলি বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত হইলেও তিনি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(ঞ) দফা (ক) হইতে (জ)-তে বর্ণিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ব্যাখ্যা ১ - এই দফায় অধীনে "সম্পর্কিত ব্যক্তি" বলিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে:-

(অ) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারীর উদ্যোক্তা অথবা ব্যবস্থাপনাকারী;

(আ) আবেদনকারীর ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা অথবা পরিচালনাকারী; বা

(ই) আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী, অধীনস্থ কোম্পানী অথবা সহায়ক কোম্পানী।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাখ্যা ১ এর দফা (ই) এর কোন কিছুই এমন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা যাহা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত কোন পক্ষ নহেন।

ব্যাখ্যা ২ - এই ধারার অধীনে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত পূরণ করে এমন নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যথা-

(অ) যে কোন তফসিলি ও বিশেয়ায়িত ব্যাংক;

(আ) বিদেশী যেকোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সিকিউরিটি মার্কেট অথবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা আইএডিএ এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গেনাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশন মাল্টিলেট্রাল মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর স্বাক্ষরকারী;

(ই) যেকোন বিনিয়োগ বাহন (Investment Vehicle), বিদেশী নিবন্ধিত বিনিয়োগকারী, বিদেশী নিবন্ধিত যেকোন দফতর, বিদেশী পুঁজি ঝুকি বিনিয়োগকারী যাহারা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের ৭নং আইন) এর বিধান এবং শর্ত পূরণ করে; এবং

(ঈ) অন্য এমন সব প্রতিষ্ঠান যাহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

৫১শ। নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন-

(১) দেউলিয়া নিষ্পত্তির আবেদনকারী তথ্য স্মারকের ভিত্তিতে প্রস্তুতপূর্বক একখানা নিষ্পত্তি পরিকল্পনা, ৫১ল ধারা অনুযায়ী আবেদনের যোগ্য মর্মে এফিডেভিট সহকারে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী তাহার নিকট উপস্থাপিত সকল নিষ্পত্তি পরিকল্পনার নিম্নোক্ত বিষয়াবলি যাচাই করিবেন-

(ক) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচাদি জমা করিয়াছেন কিনা;

(খ) যথাযোগ্য পাওনাদারের দেনা পরিশোধের নিমিত্তে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা করিয়েছেন কিনা;

ব্যাখ্যা - এই উপধারার অধীনে আদালত তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য দেনার পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপধারা ২ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ২১ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক তাহা অনুমোদনের জন্য পাওনাদার কমিটির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে গঠিত কমিটির উপধারা ২ এর শর্ত পূরণ করিয়াছেন কিনা তাহা যাচাইপূর্বক পাওনাদার কমিটি আর্থিক পাওনাদারদের মোট ভোটাধিকারের ৬৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি ১৫ দিনের মধ্যে পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন দিতে পারিবেন।

(৫) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার আবেদনকারী পাওনাদার কমিটির সভায়, যেখানে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রহিয়াছে, অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরণের আবেদনকারী আর্থিক পাওনাদার না হইলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৬) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে আবেদনকারী তাহা দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

৫১ষ। নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন -

(১) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ধারা ৫১ষ এর উপধারা (৪) এর অধীনে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ এর উপধারা (২) এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিয়াছে তাহা হইলে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত উক্ত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে এরূপ নিষ্পত্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত কোন তথ্য উক্ত পরিকল্পনায় উল্লেখ রহিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবেন।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে অনুমোদিত পরিকল্পনা নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যকর হইবে-

(ক) কর্পোরেট দেনাদার;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সদস্য ও পাওনাদারগণ;

(গ) স্থানীয় সরকার ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহাদের নিকট কর্পোরেট দেনাদার দায়বদ্ধ;

(ঘ) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত জামানতদার ও সুবিধা গ্রহণকারী।

(৩) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পাওনাদার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ এর উপধারা (৪) এর অধীনে পাওনাদার কমিটিকর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ এর উপধারা (২) এ বর্ণিত শর্তগুলো পূরণ করেনি তাহা হইলে আদালত এরূপ পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিবেন।

(৪) উপধারা ১ এর অধীনে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হইতে-

(ক) ধারা ৫১ট অনুযায়ী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দেনা স্থগিতকরণ আদেশের যথাযোগ্যতা বিলুপ্ত হইবে।

(খ) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী তাহার কাছে সংরক্ষিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা সংক্রান্ত সব ধরনের দলিলপত্র ও নথি দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৫) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার আবেদনকারী নিষ্পত্তি পরিকল্পনার উপধারা ১ এর অধীনে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হইতে ১ (এক) বছরের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত হইতে অন্য যে কোন আইনে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।"

১৮। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর 'হইয়াছেন' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেনাদার কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'রিসিভার' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে।

১৯। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৬১ক এর সংযোজন।- উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর পর নিম্নরূপ নতুন একটি ধারা ৬১ক সংযোজিত হইবে, যথা:-

"৬১ক অবমূল্যায়িত লেনদেন- (১) যদি রিসিভার বা, ক্ষেত্রমত, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদারের লেনদেন পরীক্ষার পর এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কতিপয় অবমূল্যায়নকৃত লেনদেন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি আদালতের নিকট উক্ত লেনদেন ফলবিহীন ও ফলাফল রহিত ঘোষণা করিবার জন্য আবেদন করিবেন।

(২) কোন লেনদেন অবমূল্যায়িত মর্মে বিবেচিত হইবে যদি কর্পোরেট দেনাদার-

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন উপহার প্রদান করেন; বা

(খ) কোন ব্যক্তির সহিত এক বা একাধিক পরিসম্পদ লেনদেন করেন যাহা উক্ত ব্যক্তির যে পণ্যের সহিত লেনদেন করা হইয়াছে উহার মূল্য দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যের মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম, দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদারের ব্যবসার সাধারণ কার্যক্রম হিসাবে উক্ত লেনদেন করা হয় নাই।

ব্যাখ্যা ১: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সংশ্লিষ্ট মেয়াদ" অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন মেয়াদ:

(ক) কোন ব্যক্তির সহিত লেনদেনের ক্ষেত্রে, অবসায়ন বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ হইতে পূর্ববর্তী এক বৎসর; বা

(খ) দেনাদারের পক্ষের সহিত লেনদেনের ক্ষেত্রে, অবসায়ন বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ হইতে পূর্ববর্তী দুই বৎসর।

ব্যাখ্যা ২: "কর্পোরেট দেনাদার" অর্থ কোনো কর্পোরেট ব্যক্তি যিনি কোনো আর্থিক পাওনাদার এবং/বা ব্যবসায়িক পাওনাদারের নিকট ঋণগ্রস্ত।"

২০। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৬২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর ' কেবল রিসিভার' শব্দ দুটির পর 'বা পেশাদার নিষ্পত্তিকারী' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং ' যে, রিসিভার' শব্দ দুটি ও কমা (,) এর পর 'বা পেশাদার নিষ্পত্তিকারী' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২১। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর –

(ক) উপ-ধারা (১) এর 'তালিকায় অন্তর্ভুক্ত' শব্দ দুটির পর 'রিসিভারগণের' শব্দটির স্থলে 'রিসিভার বা পেশাজীবী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীগণের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর 'অনুমোদিত' শব্দটির পর 'পেশাজীবী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'তালিকায় অন্তর্ভুক্ত' শব্দ দুটির পর 'প্রতিষ্ঠান বা' শব্দ দুটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর 'রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি' শব্দগুলির পর 'বা প্রতিষ্ঠান' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে, 'উক্ত তালিকা বহির্ভূত কোন' শব্দগুলির পর 'উপযুক্ত পেশাজীবী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান বা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'ব্যক্তিকে' শব্দটির পর 'বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর 'উক্তরূপে নিযুক্ত' শব্দ দুটির পর 'পেশাজীবী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান বা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এর 'আদালত,' শব্দটি ও কমা (,) এর পর 'আর্জিকারী পাওনাদার বা দেনাদার এবং রিসিভারের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) কিংবা অন্য দেনাদারের স্বার্থ হানি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কিংবা রিসিভারের মৃত্যু হইলে কিংবা রিসিভার অপারগতা প্রকাশ করিলে,' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে এবং 'অপসারণ করিতে' শব্দ দুটির পর 'এবং নতুন রিসিভার নিয়োগ প্রদান করিতে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(৫) আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে রিসিভার স্বীকৃতি (acknowledgement) বা অপরগতা (incapacity) লিখিতভাবে আদালতকে জানাইবে। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিবে -

(ক) রিসিভার, পূর্ণ সময়কাল, দেশে অবস্থান করিয়া এই আইনের বিধান সাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনা করিবে মর্মে অঙ্গীকারপত্র, এবং

(খ) পাওনাদার বা কোন দেনাদারের সাথে তাহার ব্যবসায়িক বা পারিবারিক বা সামাজিক, অতীত কিংবা বর্তমান, সম্পর্ক নেই মর্মে প্রতিপাদিত ঘোষণাপত্র।

তবে, আদালত এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, আর্জিকারী পাওনাদার বা দেনাদার এবং রিসিভারের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) কিংবা অন্য দেনাদারের স্বার্থ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং রিসিভার নিরপেক্ষভাবে তাহার উপর দায়িত্ব পালন করিবে।"

২২। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি উপ-ধারা (২ক) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(২ক) রিসিভার কর্তৃক বন্টনযোগ্য সম্পদ বিক্রয় বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ ধারায় বর্ণিত কার্যধারা যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিবে;";

(খ) উপ-ধারা (৫) এর দফা (গ) এর 'ইচ্ছাকৃত ত্রুটি' শব্দগুলির পর 'বা প্রতারণাপূর্ণ (fraudulent) যোগসাজস' শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(ঘ) দেনাদার কিংবা দখলদারদের দখলে বা হেফাজতে রক্ষিত ব্যাংক ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ১ (এক) বছরের মধ্যে বিক্রয় করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ঐ বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানী বা ব্যাংক কোম্পানী সমূহের উপর ন্যস্ত করিয়া একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে যাহা সম্পত্তিটির দখল, মালিকানা ও বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে এবং সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি করিবার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।"।

২৩। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর 'যেকোন ব্যক্তিকে' শব্দগুলির পর 'কিংবা পাওনাদার কোন ব্যাংক কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্টি হইলে উহাকে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৪। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর 'অনধিক ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা' শব্দগুলি, সংখ্যা, দশমিক (.) ও বন্ধনীর পরিবর্তে 'শ্রমআইন, ২০০৬ এ নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী' শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমা (,) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর 'সকল ব্যাংক ঋণ' শব্দগুলির পর কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে এবং কমার (,) পর 'জামানতধারী পাওনাদারগণের দাবীসহ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ দুটি নতুন দফা (চ) ও (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(চ) যদি দেনাদার কোন কোম্পানী হয়, তাহা হইলে ধারা ৪৩ বা ৪৬ বা অধ্যায় ৫ এর অধীন উক্ত কোম্পানীর পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম চলাকালীন উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ধারকৃত সকল দেনা;

(ছ) রিসিভার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য সকল দাবী"।

২৫। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৮) এর 'দেনাদার' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেনাদার' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৭৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এর '১০০ (একশত)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '১,০০০ (এক হাজার)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৮৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ একটি দফা (দ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(দ) যেক্ষেত্রে কর্পোরেট দেনাদার, উহার কোন কর্মকর্তা বা পাওনাদার বা অধ্যায় ৫ এর ধারা ৫১ (ষ) এর অধীন অনুমোদিত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাধ্যকর এইরূপ কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নিষ্পত্তি পরিকল্পনার কোন শর্ত ভঙ্গ করেন বা করিতে সহায়তা করেন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত দেনাদার, কর্মকর্তা, পাওনাদার বা ব্যক্তি।"

২৮। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৮৯ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮৯ এর 'প্রথম শ্রেণীর' এর পর 'জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৯। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৯৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (১) এ নিম্নরূপ দফা (ঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) পাসপোর্ট জব্দকরণ বা বাতিল, বিদেশ ভ্রমণ, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, কোম্পানীর পরিচালক কিংবা ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ, গাড়ি ক্রয়, একাধিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা কিংবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে কোন ধরণের অযোগ্যতা;"।

৩০। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ৯৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৯৬ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর 'অতিরিক্ত জেলা জজ বা জেলা জজ' শব্দগুলির স্থলে 'কোন দেউলিয়া বিষয়ক আদালত' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ধ) এর পর একটি নতুন দফা (ণ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(ণ) অধ্যায় ৫ এর ধারা ৫১(ষ) এর অধীন নিষ্পত্তি পরিকল্পনা বাতিলের বা সংশোধনের আদেশ;"

৩১। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ১০২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১০২ এর 'সাপেক্ষে,' শব্দ ও কমা(,) এর পর 'ই-মেইল কিংবা মোবাইল এসএমএস' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩২। ১৯৯৭ সনের ১০ নং আইনের ধারা ১১৭ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিম্নরূপ দুটি নতুন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"ছ) কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

জ) দেউলিয়াত্ব পেশাজীবী তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন, ইত্যাদি"

DRAFT